যুগান্তর

তারিখ 28 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকায় দেশে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। উহার কিছুটা সুফলও পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বে দেশে শিক্ষার সুযোগের অভাবে অনেক ছাত্র বিদেশে চলিয়া যাইত। উহার ফলে অপচয় হইত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। আবার বিদেশে পড়াশুনা করিবার সামর্থ্যও সকলের ছিল না, ফলে তাহাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অপূর্ণই থাকিয়া যাইত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীদের বিদেশ গমনের প্রবণতা অনেকটা কমিয়া যায়। ইহা একটা বিরাট অর্জন। কিন্তু উহার বিপরীত চিত্রও আছে, কেহ কেহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগকে নিতান্ত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করিয়াছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া বসিয়াছে। ইহা দুঃখজনক নিঃসন্দেহে। তাই বলিয়া আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিবার বা উহার উপর অত্যধিক কড়াকড়ি আরোপের পক্ষপাতী নই। মঙ্গলবার যুগান্তরের উদ্যোগে এক বৈঠকে উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত করিবার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও উদ্যোক্তারা আরও উদার হইবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিল। ঐ কমিটি ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করিবার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে কিছু সুপারিশও করে। সেই সুপারিশের আলোকে সরকার, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপের যে চিন্তাভাবনা করিয়াছে, সংশ্লিষ্টরা উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে বলিয়া ধারণা করা যায়। তবে এই বিষয়ে সরকারি মনোভাব যে কঠোর নহে শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ কিংবা হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। এই মনোভাব নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু সমস্যা ইহাই যে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার মান সন্তোষজনক নহে। তবুও দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যেই পরিস্থিতি বিরাজমান তাহাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিংবা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় হইবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ উহার ফলে দেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে– যদিও এখন পর্যন্ত উহা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে নাই। তবে হতাশ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বলিতে গেলে এখন পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক ধাপও অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের ঠিকভাবে গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা যায়। তবে এই ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই স্বপ্রণোদিত হইয়া উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। উহার জন্য প্রথমেই তাহাদের বাণিজ্যিক মনোভাব বর্জন করিতে হইবে। লক্ষণীয় যে, যেই সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে আরও মনোযোগী, সেইগুলি ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংশ্লিষ্ট আইনও মানিয়া চলে। তাই তাহাদের লইয়া কোন প্রশ্ন উচ্চারিত হয় না। অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও উহার পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। সেইগুলিকেও সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মানিয়া চলিতে হইবে। অন্যদিকে সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে সহায়ক ভূমিকা। তাহা হইলেই উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হইবে।